যুগান্তর

তারিখ ... 31 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ৬

আবারও ছাত্রলীগের তাণ্ডব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অবিলম্বে এ হানাহানি ও অরাজক অবস্থার অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

স্বাধীনতা দিবসের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ শুক্রবার ভয়াবহ আকার ধারণ করে। জানা যায়, গত কয়েক দিনের সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে ছাত্রলীগের একাংশকে হল থেকে বিতাড়িত করা হলে বিতাড়িত নেতাকর্মীরা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি ভবনে অবস্থান নেয়। ছাত্রলীগের একটি গ্রুপকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে অপর গ্রুপ প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে তার কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় ক্যাম্পাসে গুলি ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেখা যাচ্ছে, সরকার তার মেয়াদের শেষ বছরে এলেও ছাত্রলীগের তাণ্ডব বন্ধ হচ্ছে না। তাদের নিয়ন্ত্রণেও নেয়া হচ্ছে না কোন ব্যবস্থা। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় অবিলম্বে এ হানাহানি ও অরাজক অবস্থার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। মহাজোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এর প্রধান শরিক আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ একের পর এক বেপরোয়া কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তারা কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ রাজধানীতে দিনদুপুরে নিরীহ পথচারী বিশ্বজিৎকে কুপিয়ে খুন করার ঘটনা। এ ঘটনার পর সবাই আশা করেছিল, এবার অন্তত ছাত্রলীগকে নিরস্ত করা হবে। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা বলে দিচ্ছে, এ ব্যাপারে দল বা সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই।

বস্তুত এমন কোন দিন নেই, যেদিন দেশের কোন না কোন জায়গা থেকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের দুষ্কর্মের খবর পাওয়া যায় না। ঢাকা-বুয়েট-জগন্নাথ-জাহাঙ্গীরনগর-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায়ই লোমহর্ষক সব ঘটনা ঘটাচ্ছে ছাত্রলীগ। অথচ এ সংগঠনটি এক সময় বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিকালে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে কিছু নেতা-কর্মীর দ্বারা সৃষ্ট নানা ঘটনা আর কার্যকলাপ সংগঠনটির ললাটে এঁকে দিয়েছে কলংক চিহ্ন। আমাদের ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারাও এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির কারণে কোন দল ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। বিশেষ করে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এ প্রবণতা দেখে আসছি আমরা। যখন যে দল ক্ষমতাসীন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য যেন অবধারিত। বলাবাহুল্য, এ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয় অস্ত্র ও পেশিশক্তি বলে। এজন্য ক্যাম্পাসে বারবার রক্ত ঝরলেও সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়াটাও ক্যাম্পাসে বারবার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির একটি বড় কারণ। এজন্য ডাকসু, রাকসু, চাকসুসহ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে সেই উদ্যোগ। এছাড়া ছাত্র সংগঠনের বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বও কম নয়। কেবল প্রকৃত শিক্ষার্থী ও মেধাবীদের হাতেই সংগঠনের নেতৃত্ব দেয়া উচিত। কেউ বেআইনি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে। কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার সংগঠন থেকেও। সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা নিরসনে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকাই কাম্য।